114

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষার হাল ॥ ৬৫ হাজার শিশু শিক্ষা-বঞ্চিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর এবং জেলা সদর থানার ১৯৯৩ সালের জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী ৬ বছরের উর্ধ্ব এবং ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬৫ হাজার ৭৭ জন শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলীতে উল্লেখ করা হয়, জেলার ৫টি থানার সরকারী, বেসরকারী, এবতেদায়ী, কিন্ডার গার্টেন, বেসরকারী সংস্থা এবং উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯ শত ৪৬টি। এই সব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬ বছরের উর্ধ্ববয়সী ৪১ হাজার ৪ শত ৫১ জন এবং ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সী ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৪ জন। একই জরিপে জেলার একমাত্র শিবগঞ্জ থানার ৪০টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের ১ হাজার ৬ শত ১৬ জন বয়স্ককে অধ্যয়নরত দেখান হইয়াছে। ভর্তির হার সম্পর্কে একই তথ্যবিবরণীতে ছয় বৎসরের উর্ধ্ববয়সী শিশুর ভর্তির হার ৮৯ দশমিক ৫ এবং ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সী শিশুর ভর্তির হার ৮৬ বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৬ বছরের উর্ধ্ব ও ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সীর মোট সংখ্যা ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৫ শত ৪২ জন এবং অধ্যয়নরত শিশুর সংখ্যা উভয় বয়সী ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪ শত ৬৫ জন। বাকী ৬৫ হাজার ৭৭ জন উভয় বয়সের শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ তাহারা দুস্থ পরিবারের সন্তান। পিতা-মাতার অধিকাংশ শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে চায়ের দোকানে, ইটের ভাটায়, পরের বাড়ীতে কামলা খাটে। লেখাপড়া শিক্ষা অপেক্ষা ঐ সব শিশু বাপ-মায়ের কাছে শিশুর আয় পরিবারের ভরণপোষণ চালাইতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির জন্য কমিটি গঠন করা হইলেও অভাব-অনটনগ্রস্ত পরিবারের সন্তানকে বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য তেমন চাপ দিতে বা জরিমানা করিতে পারেন না। ৫টি থানা কমিটি, ৪৫টি ইউনিয়ন কমিটি, ৮টি পৌর কমিটি এবং ১৩৫টি পল্লী ওয়ার্ড কমিটি কার্যত এ ব্যাপারে কাগুজে কমিটি।

ইহা ছাড়া জেলার একমাত্র পৌর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া থানা পর্যায়ের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন মত শিক্ষক নাই। ঘর থাকিলেও বসবাস অনুপযোগী, টুল-ব্রেঞ্চের অভাব, চেয়ার, টেবিল, আলমারীর অভাব, পায়খানা-প্রস্রাবখানার অভাব, শ্রেণীকক্ষের অভাব। তাহাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার অন্যতমকারণ, শিক্ষকদের উপর সরকারের চাপাইয়া দেওয়া অতিরিক্ত কাজের বোঝা। আলোচনা সভা, জরিপ রিপোর্ট দাখিল, মূল্যায়ন রিপোর্ট এমন শত শত কাজের ফরমায়েশ দেওয়া হয় শিক্ষকদেরকে।